সংবাদ

21
22 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হচ্ছে, কি ঘটছে

দেশের সবচেয়ে পুরানো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কি ঘটছে? শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলা এবং উপাচার্য পদ থেকে আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর বিদায়ের পর ক্যাম্পাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলেও যেকোন অজুহাতে মহলবিশেষ পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলতে চেয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা থেকে তার কিছু আলামতও পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথমে ইতিহাস বিভাগের তরুণ শিক্ষক মেজবাহ কামালকে তুচ্ছ অজুহাতে শো-কজ করে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এরপর আইন বিভাগের আরেকজন তরুণ শিক্ষক শফিকুর রহমানকে কথিত একটি উক্তির দায়ে এক মাসের জন্য বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে- যদিও ওই শিক্ষক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে তা তদন্ত করে দেখতে পারেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে পারেন। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণের আগেই যদি কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাহলে সেটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছাড়া কিছু নয়। অভিযুক্ত শিক্ষক মেজবাহ কামাল ও শফিকুর রহমানের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। তদন্ত চলাকালে এবং অভিযোগ প্রমানের আগেই শফিকুর রহমানকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়। সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা তাকে ক্যাম্পাসে না আসার জন্যও শাসিয়ে গেছে। অন্যদিকে মেজবাহ কামালকেও ছাত্রদলের কর্মী-সমর্থকরা নানাভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তার বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। দু'জন শিক্ষকই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দাবি করে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করেছেন। কিন্তু যেখানে পুলিশই তাদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে , সেখানে থানায় নালিশ করে যে কোন লাভ হবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যখন এরকম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন তখন সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা যে কি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এর পাশাপাশি আরেকটি চাঞ্চল্যকর খবর এসেছে পত্রিকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ বিভাগে ৩ প্রভাষক নেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ তিনটি পদের বিপরীতে ৮ শতাধিক প্রার্থী আবেদন করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে ২৫ জনকে শর্টলিস্টে রাখা হয়েছে। এ ২৫ জনের একজন হলেন শামসুন্নাহার হলে পুলিশি নির্যাতনের অন্যতম হোতা শান্তা। এ শান্তাকে নেয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও পত্রিকায় রিপোর্ট এসেছে।

প্রথমত এখানে একটি নৈতিক প্রশ্ন রয়েছে। যে ছাত্রী পুলিশ দিয়ে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর মাস্তানি করেছে তাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি কেবল অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষারও পরিপন্থী। দ্বিতীয় তথ্যটি আরও চমকপ্রদ, কর্তৃপক্ষ যে মেয়েটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক করতে চাইছেন মেধা তালিকায় তার স্থান সর্বনিম্ন। শর্ট লিস্টে যে ২৫ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের ২৪ জনেরই ৪টি প্রথম শ্রেণী। ব্যতিক্রম কেবল শান্তা। অর্থাৎ তার ৩টি প্রথম শ্রেণী। এখন কর্তৃপক্ষ মেধা তালিকায় সর্বনিম্নে যে অবস্থান করছে তাকেই শিক্ষক বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন তথা স্বাভাবিক ন্যায়নীতি অনুযায়ী এটা তারা কোনভাবেই করতে পারেন না।

এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীতো বটেই বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে এক আধটু দলীয়করণ হয়ে থাকলেও মেধায় এগিয়ে থাকা প্রার্থীদেরই নেয়া হয়েছে। মেধায় যে পিছিয়ে আছে তাকে নেয়া হয়নি। ইতোমধ্যে বিএনপি সরকার এবং স্থানীয় মস্তানরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ঘটনা ঘটিয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-মর্যাদা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই এরপরও কোন 'সন্ত্রাসী নেত্রী'কে নিয়মবহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হলে সেটি আর বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না, স্রেফ মস্তানালয়ে পরিণত হবে।